জীবননগরে ভূমিহীনদের ঘর পরিদর্শন করলেন এমপি

‘আশ্রয়নের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার’ প্র্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার স্বরুপ জীবননগর উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া ঘর পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের ঘোষনগরসহ উপজেলার ১৮টি নির্মিত ঘর পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন, জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, আওয়ামী লীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন ফরজ, আঃ মালেক মোল্লাসহ স্থানীয় নেতাকর্মীগণ।

এ সময় হাজী আলী আজগার টগর বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের কোথাও গৃহহীন এবং ভূমিহীন থাকবে না। তাদের সবাইকে পর্যায়ক্রমে বসবাসের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ।

তারই ধারাবাহিকতায় জীবননগর উপজেলায় ১৮জন ব্যক্তির মাঝে ঘর বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত অসহায় হতদরিদ্র আছে তাদেরকে এই সুবিধার আওতায় আনা হবে ।

দামুড়হুদায় ফসলি জমির উপর রেল

লাইন স্থাপনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলার নাপিতখালি গ্রামের ফসলি জমির উপর দিয়ে রেল লাইন স্থাপন না করার দাবীতে গ্রামবাসী একত্র হয়ে কৃষি জমি বাঁচাতে মানবন্ধন করেন।

জানা যায়, গত পরশু বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার নাপিতখালি গ্রামবাসীর পক্ষে নুরআলী, মাহবুব, আঃ রফিক, আঃ রহমান, আঃ হাকিম, পিন্টু, আমিনুল, আঃ রাজ্জাক, মুরশিদসহ গ্রামের সকলে তাদের তিন ফসলি জমি রক্ষার্থে নাপিতখালি মরাগঙ্গ মাঠ দিয়ে রেল লাইন স্থাপন না করার জন্য এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নাপিতখালি একটি কৃষি প্রধান গ্রাম। গ্রামের প্রায় ৪ কিলোমিটার লম্বা তিন ফসলি জমি। গ্রামটির দক্ষিণ দিকে রয়েছে শত শত বিঘা
ত্রি-ফসলি জমি যা ৫ হাজার মানুষের সবজির চাহিদা পূরণ করে আসছে। এছাড়াও এ মাঠে ধান, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

যদি এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রস্তাবিত দর্শনা-মুজিবনগর রেল লাইন বাস্তবায়িত হয় তাহলে নাপিতখালি গ্রামবাসি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষি জমি হারাবে। এবং এলাকার অর্থনীতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

কাউন্সিলর হলেন একই পরিবারের তিন নারী

গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে একই পরিবারের তিনজন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিতরা হলেন ১, ২, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ফিরোজা খাতুন, ভোট সংখ্যা ৪, ৫, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মামাত ভাইয়ের বউ ঝর্ণা খাতুন এবং ৭, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাজেদা খাতুন।

এদের মধ্যে ফিরোজা খাতুন ও সাজেদা খাতুন সহোদর বোন এবং ঝর্ণা খাতুন তাদের মামাত ভাইয়ের স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলামের দু ভাগ্নে ও একজন ভাগ্নের স্ত্রী।

এবিষয়ে মজিরুল ইসলাম জানান, ফিরোজা খাতুন ও সাজেদা খাতুন আমার বোনের মেয়ে এবং ঝর্ণা খাতুন ভাগ্নের স্ত্রী।

গাংনী পৌরসভার সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর তিনজনেই এক পরিবার থেকে নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান তিনি। এদিকে নির্বাচিতদের বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

নবনির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর ঝর্ণা বেগম বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমার ৪, ৫,ও ৬ নং ওয়ার্ডের সকল ভোটার ও সর্বসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমাদেরকে সম্মানিত করায় সর্বদা পৌরবাসীর সুখে দুঃখে পাশে থাকতে পারি তার জন্য দোয়া ও সহযোগীতা কামনা করেন এ নারী প্রতিনিধি।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সুত্রে জানাগেছে, ঝর্ণা বেগম পেয়েছেন ১৫০৫ ভোট, সাজেদা খাতুন পেয়েছন ১৫২৭ ভোট এবং ফিরোজা খাতুন ২৪৫২ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন।

বুড়িপোতায় মুক্তিযোদ্ধা হেরেং শেখকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হেরেং শেখকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন সম্পূর্ণ করা হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম রাষ্ট্রেরপক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন এ সময় বিউগলে করুন সুর বেজে ওঠে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, তিন নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শরিফ উদ্দিন, সদর উপজেলার সাবেক কমান্ডার আবুল কাসেম, আব্দুল মালেক, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে ২ জনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে আবাদি জমিতে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২জনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-কালীতলাপাড়া ব্রিজ সংলগ্নে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমান জানান, আমঝুপি-কালীতলাপাড়া ব্রিজ সংলগ্নে আবাদি জমির মাটি কেটে পুকুর কাটছিল মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর গ্রামের মল্লিক শেখের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (২৭) ও একই গ্রামের বিন মোহাম্মদের ছেলে আনোয়ার হোসেন
(২৬) এমন খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে দু’জনকে আটক করা হয় এবং পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাটি-বালি সংরক্ষণ আইন-২০১০ ধারা অনুযায়ী দু’জনের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের জেল প্রদান করা হয়।

বিএনপি ভোটে বার বার হারছেঃ হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন বিএনপি ভোটে বার বার হারছে। কুষ্টিয়াতেও লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। আর এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় দেশের জনগণ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও শান্তির পক্ষে। আর এটা নিশ্চিত করেছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যেভাবে দেশের মানুষকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রেখেছেন, জনগণ এটাই চায়। আজ ভোটের ফলাফল শেখ হাসিনার প্রতি জনগণের আস্থার প্রতিফলন।

রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ইউনিয়ন পর্যায়ের ২০২১-২২ চক্রের ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে ভিজিডি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি পৌরসভা নির্বাচনে ইভিএম সফটওয়ার নিয়ে ভোট জালিয়াতির সুযোগ আছে’ বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে হানিফ এমপি বাংলা প্রবাদ উল্লেখ করে বলেন, ‘নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা’।

হানিফ বলেন, বিএনপি’র অভিযোগ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণ তাদের পক্ষে থাকবে। দ্বিতীয় ধাপের পৌরসভা নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু এবং উৎসবমুখর পরিবেশে হয়েছে যা দেশের জনগণ মনে রাখবে।

এ সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নূরে সফুরা ফেরদৌস ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জবায়ের হোসেন চৌধুরী।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের সতর্কতা অভিযান

মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে জেলা ট্রাফিক পুলিশের সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে টি এস আই উত্তম কুমারের নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে রাস্তায় অন্যান্য যানবাহন চলাচল কম থাকায় মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে বেপরোয়া গতিতে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যার ফলে ঝরে যাচ্ছে মূল্যবান প্রাণ ও পঙ্গুত্ব বরণ করছেন অনেকে। এমতাবস্থায় জনসাধারণের জীবন নিরাপদ রাখতে ও সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে চেকপোস্টের মাধ্যমে বেপরোয়া গতিতে চালানো মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

এসময় তিনি আরও বলেন, একটি মোটরসাইকেলে চালক ব্যতীত একজনের বেশী আরোহী বহন না করা, চালক ও আরোহী উভয়েই সঠিকভাবে হেলমেট ব্যবহার করা, বৈধ কাগজপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরসাইকেল না চালানো, বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল না চালানো, উচ্চ শব্দকারী সাইলেন্সর ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ না করা, মোটরসাইকেলের লুকিং গ্লাস ব্যবহার করা এবং উল্টোপথে গাড়ী না চালানো, রাস্তা পারাপারে সতর্কতা, মোবাইল ফোনে কথা বলা অবস্থায় মোটর সাইকেল না চালানোর নির্দেশ দেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, কনেষ্টেবল চাঁদ মন্ডল।

মুজিবনগরে চাঁদা না দেওয়ায় কৃষকের পেঁয়াজ ক্ষেত কর্তন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চাঁদা না দেওয়ায় ২ বিঘা জমির পেঁয়াজ ক্ষেত কর্তন করেছে দূর্বৃত্তরা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের পোতার মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে।

চাঁদার দাবীতে ব্যর্থ হয়ে পেঁয়াজ কেটে তছরুপাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ফয়জুদ্দিন নামের এক কৃষক। তিনি রশিকপুর গ্রামের মৃত ইমাম আলীর শেখের ছেলে।

কৃষক ফয়জুদ্দীন জানান, সপ্তাহখানেক ধরে মোবাইল ফোনের ০১৯৫১৮২০৫২৩ এবং ০১৭৫৮৮০০১৪৩ এই দুটি নাম্বার থেকে বার বার আমাকে ও আমার পরিবারে সদস্যদের অজ্ঞাত স্থান থেকে সন্ত্রাসী পরিচয় দিয়ে ফোন দিয়ে হুমকা ধামকি দিচ্ছিল এক ব্যক্তি। আমার সাথে ১লক্ষ টাকা চাঁদাও দাবি করে আসছিল। আমি চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় রাতের অন্ধকারে আমার ১০ কাঠা জমির পেঁয়াজ কেটে নষ্ট করা হয়েছে। এর আগেও রাতে আমার ১০ কাঠা জমির ভূট্টা কলাক্ষেত ও পেয়াজক্ষেত কেটে দিয়েছে।

আমার পরিবারেল লোকজন ওই নাম্বার দুটি ব্লক করেছে। এখন আমার বাড়ির নাম্বারে ফোন দিয়ে না পেয়ে আমার বাড়ির পাশে আমার বোন জামায়ের নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের কাছে দিতে বলছে এবং চাঁদার টাকা পরিশোধ করার জন্য বলছে। চাঁদা না দিলে সে আমাদের আরো বড় রকমের ক্ষতি করবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কৃষক ফয়জুদ্দীনের কাছে মোবাইলফোনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা টাকা চেয়েছে বলে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। সন্ত্রাসীদের সনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে।

কাকরাইলে মা-ছেলে হত্যায় ৩ আসামির ফাঁসি

রাজধানীর কাকরাইলে তিন বছর আগে মা ও ছেলে হত্যা মামলায় তিন আসামির ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ রবিউল আলম রোববার দুপুরে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নিহতের স্বামী আবদুল করিম, করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল শারমিন মুক্তা, মুক্তার ভাই মো. আল আমিন ওরফে জনি।

আদালত সূত্র জানায়, ২০১৭ সালের ১ নভেম্বর কাকরাইলের আবদুল করিমের প্রথম স্ত্রী শামসুন্নাহার করিম (৪৬) ও তার ছেলে শাওনকে (১৯) গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

ঘটনার পরদিন শামসুন্নাহারের ভাই আশরাফ আলী বাদী হয়ে রমনা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলায় নিহতের স্বামী আবদুল করিম, করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল শারমিন মুক্তা, মুক্তার ভাই মো. আল আমিন ওরফে জনিসহ অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনকে আসামি করা হয়।

তদন্ত শেষে ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার ইন্সপেক্টর মো. আলী হোসেন আদালতে এ মামলার চার্জশিট দাখিল করেন।

চার্জশিটে ওই তিনজনকে আসামি করা হয়। মামলায় গ্রেফতার হয়ে ওই তিন আসামিই আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

এর পর ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে তিন আসামির বিচার শুরুর আদেশ দেয় ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত।

এ মামলার বিচারকালে অভিযোগপত্রের ২২ সাক্ষীর মধ্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য শোনেন বিচারক। ১২ নভেম্বর তিন আসামি নিজেদের নির্দোষ

দাবি করে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন।

এর পর ১৩ ডিসেম্বর দুপক্ষের যুক্তিতর্কের শুনানি শুরু হয়। গত ১০ জানুয়ারি এ মামলায় রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। সে দিনই আদালত রায়ের জন্য ১৭ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন।

একতরফা নির্বাচন কখনও কাম্য নয়: মাহবুব তালুকদার

শনিবার অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। সাভার পৌরসভার তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের দেয়া এক লিখিত বক্তব্যে এ দাবি করেন তিনি।

মাহবুব তালুকদার বলেন, আমি সাভার পৌরসভার তিনটি ভোটকেন্দ্রের ১৮টি বুথ পরিদর্শন করি। বেলা ১টা পর্যন্ত ঐ সকল ভোটকেন্দ্রে ৭৩১১ জন ভোটারের মধ্যে ১২৩২ জন ভোট প্রদান করেছন। ৩টি বুথে ৩ জন বিরোধী দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট দেখতে পাই কিন্তু অন্য কোথাও এজেন্ট ছিলেন না।

এছাড়া সাভার পৌর এলাকায় বিরোধীদলীয় প্রার্থীর কোনো পোস্টার দেখতে পাইনি। এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলা যায় না। যে কোনো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে তা সিদ্ধ হয় না। একতরফা নির্বাচন কখনো কাম্য নয়।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, পৌরসভার নির্বাচনে ক্রমাগত সহিংসতা বেড়ে চলেছে। সহিংসতা ও নির্বাচন এক সঙ্গে চলতে পারে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না হলে এই সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য আবশ্যক। যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান বলে তিনি মন্তব্য করেন।